অমর
চিত্র
কথা
কৃষ্ণ-কথা
নং ১১ টা.4.00
11:BENG
বিষ্ণুর অষ্টম অবতারের
ছেলে বেলার কাহিনী

কৃষ্ণ-কথা

ভারতীয় পুরাণে কৃষ্ণ এক মহান চরিত্র। কৃষ্ণ একদিকে রাখাল বালক রূপে নানা রহস্যলীলায় মত্ত; অপরদিকে গীতার দার্শনিক ব্যাখ্যাকার রূপে পরম জ্ঞানী পুরুষ।
কৃষ্ণ ছোটদের পরমপ্রিয়, কেন না, বালক কৃষ্ণ ছিলেন চিরকালীন শিশুদের মতনই দুরন্ত। ছোটদের কাছে এমন আকর্ষনীয় চরিত্র ভারতীয় পুরানের আর কোনও চরিত্রই নয়। বালক কৃষ্ণ নিদারুন দুরন্ত। দুষ্টুমিতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তাঁর না ছিল অহঙ্কার, না ছিল সামান্যতম গোঁড়ামি। কৃষ্ণের অলৌকিক ক্ষমতা ছিল কিন্তু সেই অলৌকিক ক্ষমতার মানবিক প্রয়োগ তাঁর কৈশোরক দিনগুলিকে আরও রূপময় করে তুলেছে। কৃষ্ণের অনন্য মানবিকতাই তাঁকে বিশ্বজোড়া জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছে। কৃষ্ণের বন্দনা সেজন্য বিশ্বসংসারে, কৃষ্ণের পবিত্র কাহিনী তাই শিশুদের মনে সজীব এবং পরম প্রেরণাময়।

অনুবাদ/বর্ণলিপি: মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

'অমর চিত্রকথা'র বাংলা সংস্করণের
একমাত্র পরিবেশক :
উচ্চারণ
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট।
কলকাতা ৭০০ ০৭৩
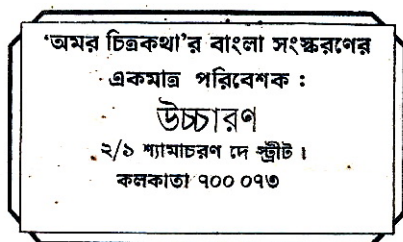
Published by H.G. Mirchandani for IBH Publishers Pvt. Ltd., 22, Bhulabhai Desai Road, Bombay 400 026 and printed by him at IBH Printers, Marol Naka, Mathuradas Vissanji Road, Andheri (East), Bombay 400 059.

Editor : Anant Pai **Artworks : Ram Waeerkar**
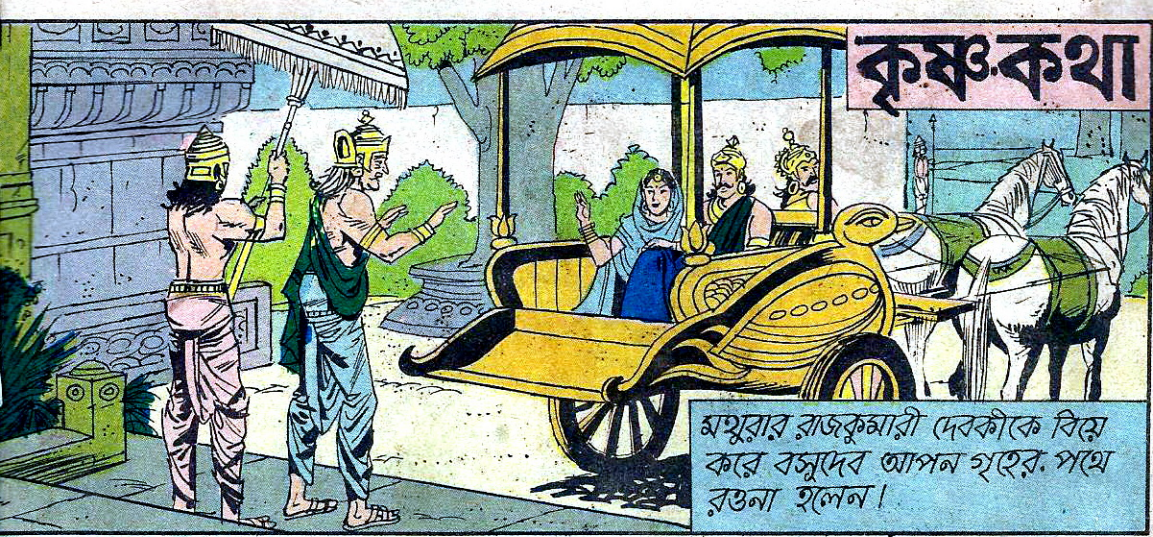
কৃষ্ণকথা
মথুরার রাজকুমারী দেবকীকে বিয়ে করে বসুদেব আপন গৃহের পথে রওনা হলেন।

দেবকীর ভাই কংস রথ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কংস ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং প্রজারা তাঁকে দেখলে ভয়ে পালাতেন।
পালাও! কংস আসছে!
হা! হা! বসুদেব, দ্যাখো, ওরা কেমন ভয়ে পালাচ্ছে!

সেই মুহূর্তে দৈববাণী হলো—
কংস, এবার তুমি মরবে। দেবকীর অষ্টম সন্তানের হাতে তোমার মৃত্যু ঘটবে!

সেই অষ্টম সন্তানের আবির্ভাবের আগেই ওকে শেষ করবো!
কংস, থামুন!
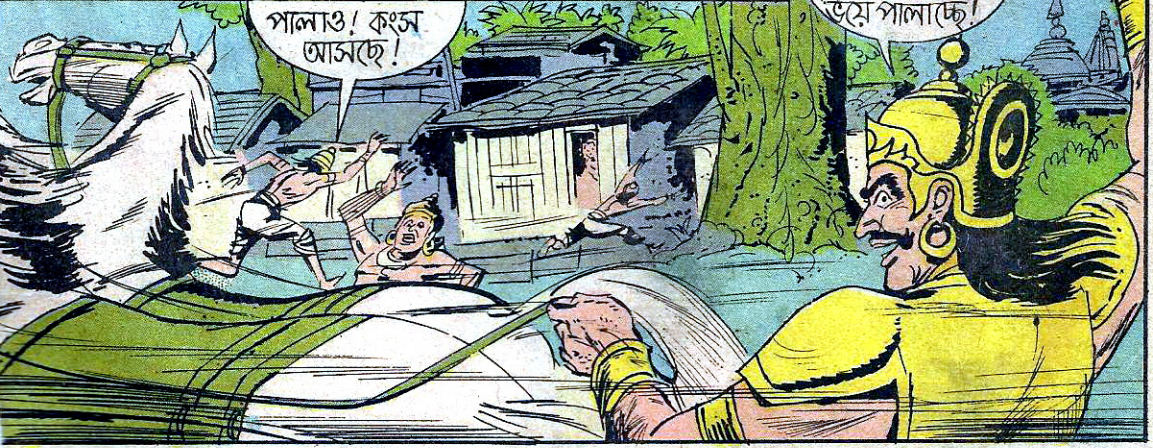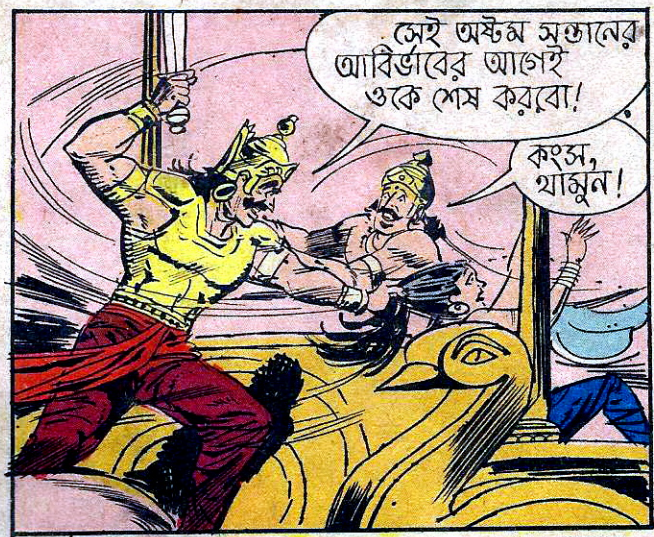
আপনার ভগিনী তো কোনও দোষ করেন নি। ওঁর সন্তান হওয়া মাত্রই আপনার হাতে তুলে দেবো। কথা দিলাম। আপনি ওঁকে মার্জনা করুন!
তোমার কথায় দেবকীকে ছেড়ে দিলাম। প্রতিজ্ঞার কথাটা যেন মনে থাকে।

দেবকী ও বসুদেবকে প্রাসাদে বন্দী করে রাখলেন কংস। তাঁদের সন্তান জন্মাতেই তিনি সেখানে হাজির হতেন।
দেবকী, আমাকে ছেলেটি দাও!
না!

প্রভু, ওকে থামান!

আমি নিরুপায়, দেবকী!
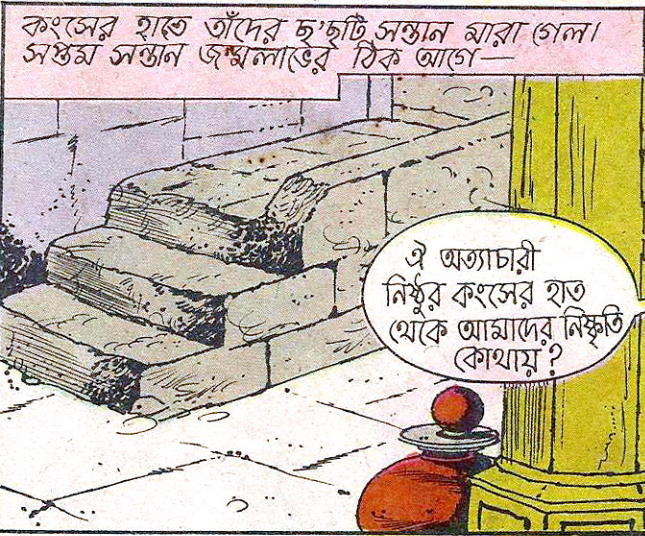
কংসের হাতে তাঁদের ছ'ছটি সন্তান মারা গেল। সপ্তম সন্তান জন্মলাভের ঠিক আগে—
এই সন্তানকে বাঁচাতে চেষ্টা করতে হবে, দেবকী!
ঐ অত্যাচারী নিষ্ঠুর কংসের হাত থেকে আমাদের নিষ্কৃতি কোথায়?

কে আমাদের সাহায্য করবে? দেখছো না, আপন পিতাকে বন্দী করে রাখার জন্যও কেউ তাঁর বিরুদ্ধে টুঁ-শব্দটি পর্যন্ত করছে না।
জানবে, রাজা উগ্রসেনেরদিনও আমাদের চাইতে মোটেও ভালো কাটছে না!

তবু বলছি, হতাশ হয়ো না। সেই দৈববানীর কথা মনে আছে তো?

সপ্তম সন্তানটিকে এক আশ্চর্য উপায়ে গোকুলে বসুদেবের দ্বিতীয় স্ত্রী রোহিনীর কাছে সরিয়ে ফেলা হলো।

এবং কংসকে বলা হলো যে, শিশুটি এ যাত্রায় আগেই মারা গেছে।
উত্তম। তাহলে পরবর্তী জনই হচ্ছে অষ্টম সন্তান,— যে কিনা এই মহাবীর কংসকে ধ্বংস করবে! হাঃ! হাঃ!!

প্রদ্যোৎ, বসুদেব ও দেবকীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করো!
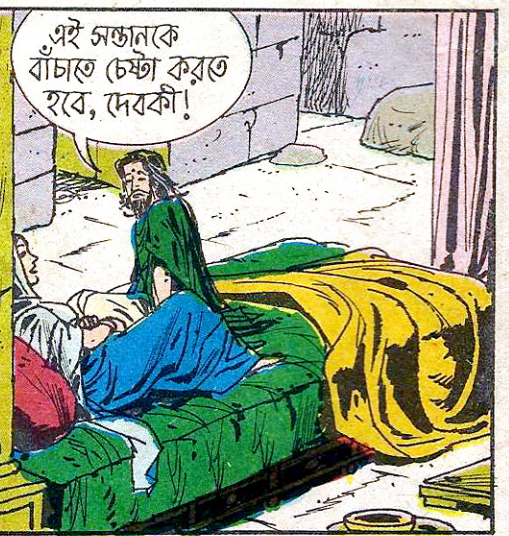
যতই দিন যায়, কংসের অস্থিরতা ততই বাড়তে থাকে। রাজ মল্লবীর চানুরা ব্যাপারটা বুঝতে পারে।
প্রভু, বেশ কিছুদিন আপনি কুস্তির আখড়ায় আসছেন না!
মেজাজ নেই, চানুরা!

অষ্টম সন্তানটিকে খতম করতে পারলে তবে আমি নিশ্চিন্ত হবো!

শ্রাবনের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টম দিনে প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টি হচ্ছিল।
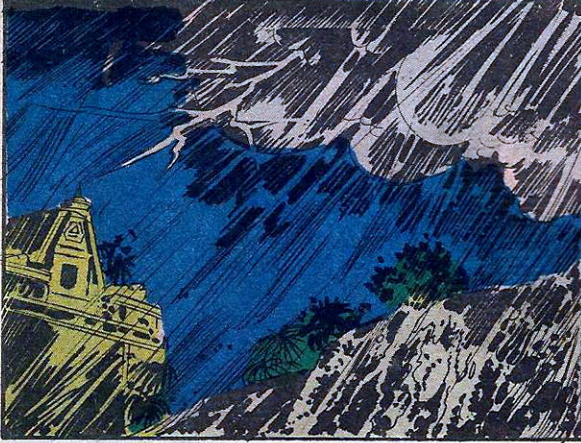
প্রভু! মনে হচ্ছে সেই সময় এসে গেছে!
অষ্টম সন্তান!
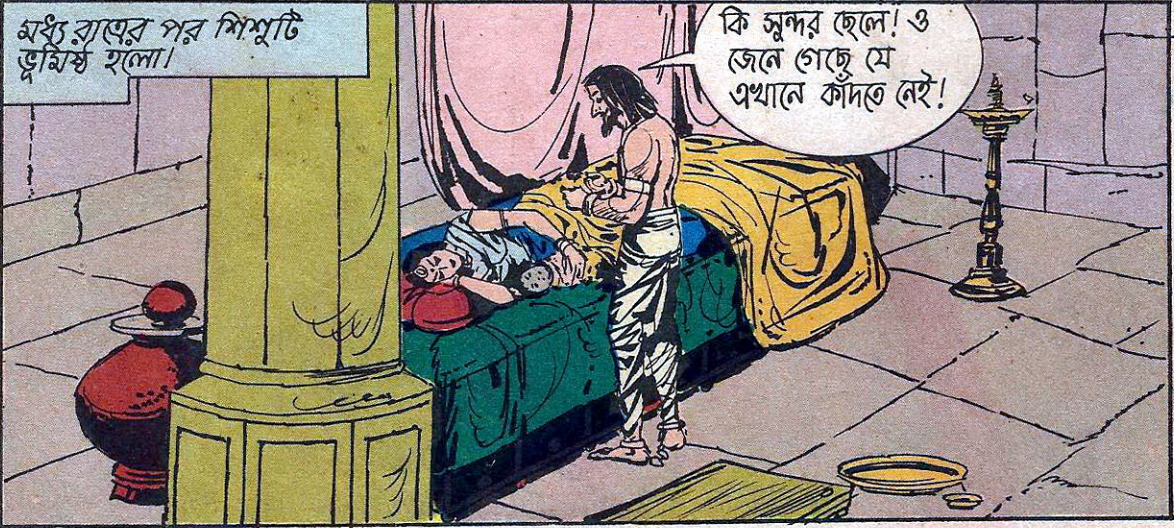
মধ্য রাতের পর শিশুটি ভূমিষ্ঠ হলো।
কি সুন্দর ছেলে! ও জেনে গেছে যে এখানে কাঁদতে নেই!

মন চাইছে, বাচ্চাটাকে বুকে জড়িয়ে ধরি... আমার সোনা... কিন্তু এই শিকল...

হঠাৎ—
দ্যাখো! আমার শিকল কেমন খসে পড়লো!

এমনকি দরজাগুলি পর্যন্ত খুলে গেছে। এক অলৌকিক ব্যাপার!

দেবকী! তাড়াতাড়ি! বাচ্চাটিকে আমার কাছে দাও!

ওকে গোকুলে আমার বন্ধু নন্দর কাছে রেখে আসবো!

বসুদেব ঘুমন্ত প্রহরীর সামনে দিয়ে দ্রুত চলে গেলেন।
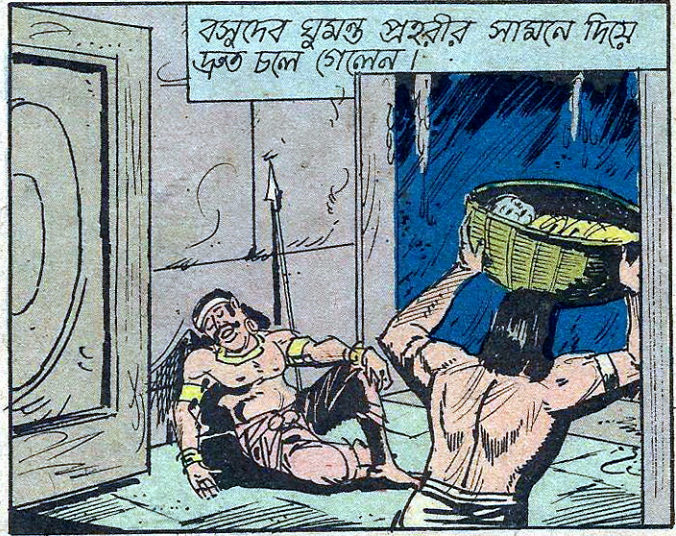
যমুনা নদীর অপর পাড়ে
গোকুল। যমুনায় সেই
মুহূর্তে প্রলয়ঙ্কর বন্যা!
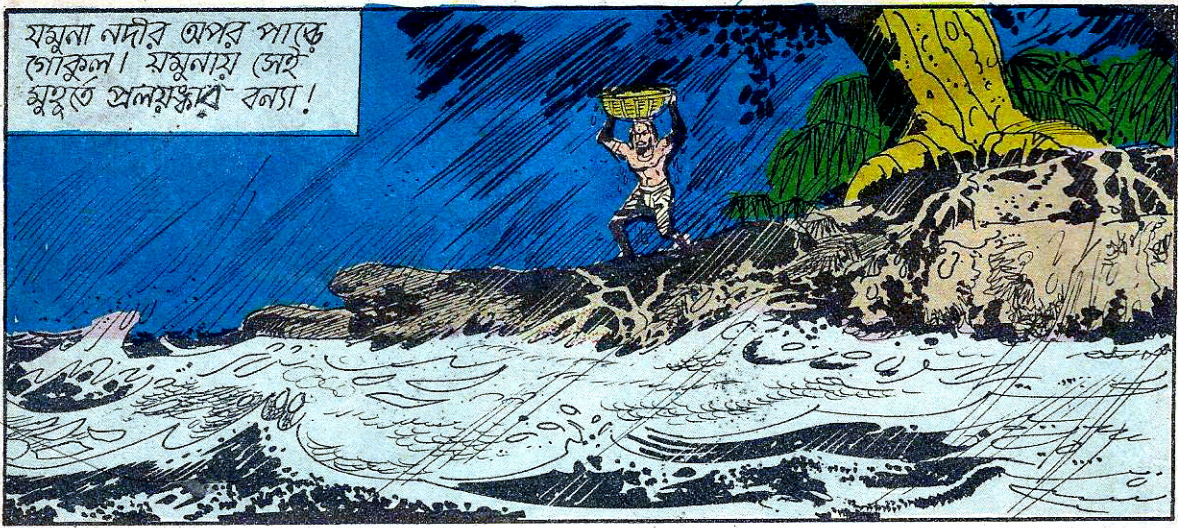
বসুদেব এগিয়ে যেতেই জল দু'পাশে সরে গেল ...
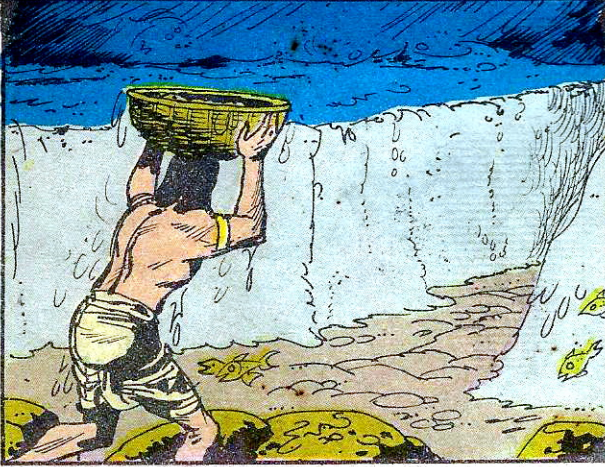
... এবং বসুদেব গোকুলের দিকে এগিয়ে গেলেন।
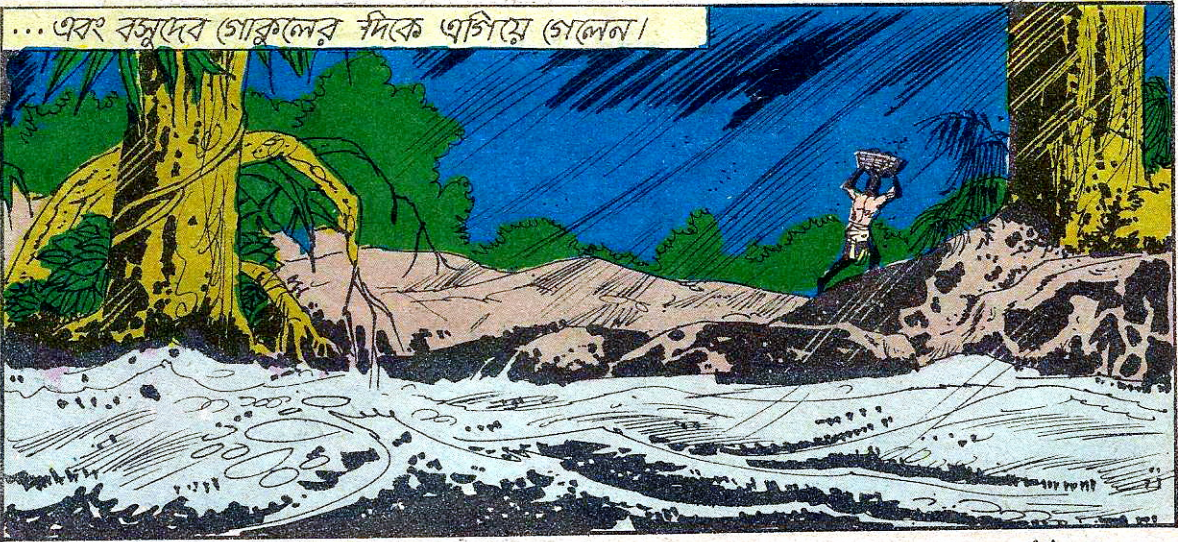
গোকুলের কাছাকাছি—
আহ! সদ্যোজাত শিশুর কান্না এবং শব্দটা যেন নন্দর বাড়ি থেকেই আসছে!
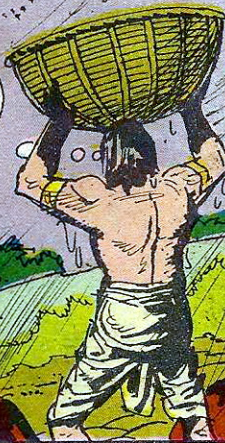
নন্দর স্ত্রী যশোদার সন্তান হয়েছে!

কন্যা-রত্ন!
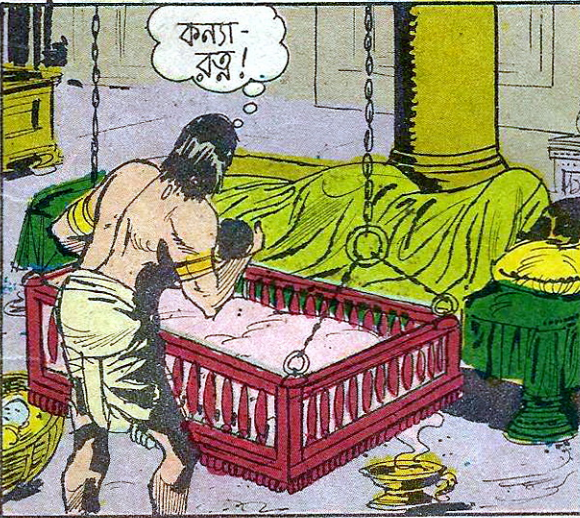
কংস নিশ্চয় কোনও কন্যা সন্তানের ক্ষতি করবেন না।

বসুদেব তাঁর পুত্র সন্তানটিকে নন্দ-গৃহে রেখে নন্দর কন্যা শিশুকে নিয়ে ফিরে এলেন মথুরায়।
মেয়েটিও চুপচাপ এবং প্রহরীরাও দিব্যি ঘুমিয়ে!
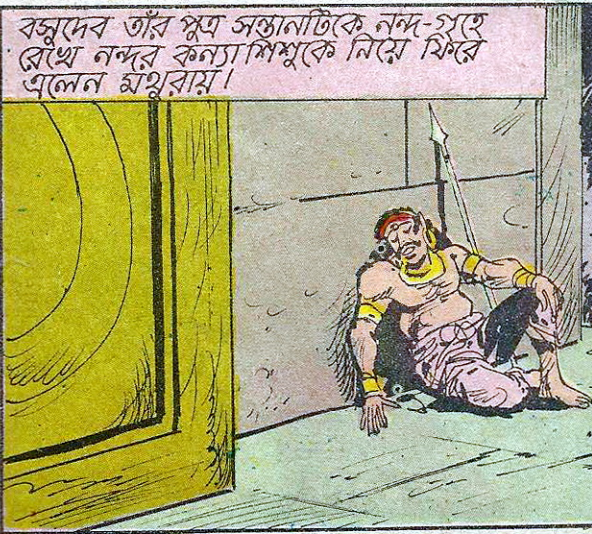
বসুদেব প্রাসাদে প্রবেশ করতেই দরজা নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ বাদে—
শুনতে পাচ্ছো সদ্যোজাত শিশুর কান্না?
উঁয়া! উঁয়া...!!
চলো! মহারাজকে খবরটা দিয়ে আসা যাক!

অষ্টম সন্তান! আমি এখুনি সেখানে যাচ্ছি!

কংস সেখানে এসে পৌঁছুলে—
কংস, একে ছেড়ে দাও! কন্যা সন্তান তোমার কি ক্ষতি করবে?

কংস কোনও কথা শুনলেন না। শিশুটির পা দুটি ধরে সজোরে যখন মাটিতে আছাড় মারতে গেলেন তখন তাঁর হাত...
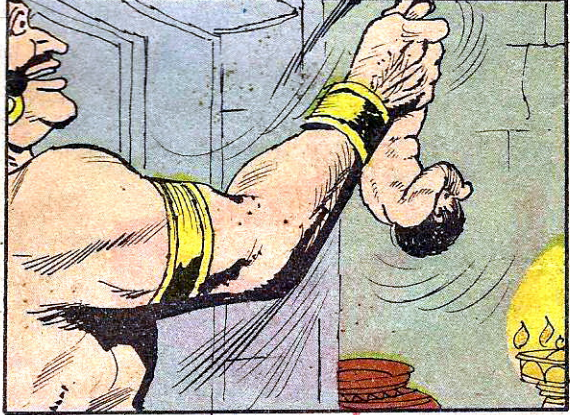
...ফসকে কন্যা-রত্নটি জানালা দিয়ে আকাশে উড়ে গেল।

তখন—
তোমাকে বধিবে যে, এখনও জীবিত সে!

11 : BENG.
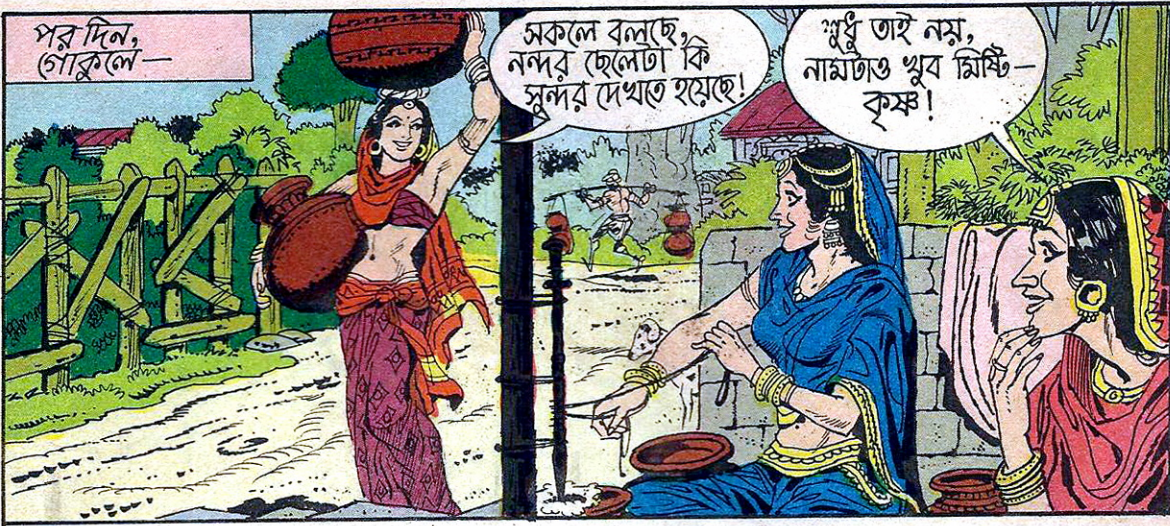
পর দিন, গোকুলে—
সকলে বলছে, নন্দর ছেলেটা কি সুন্দর দেখতে হয়েছে!
শুধু তাই নয়, নামটাও খুব মিষ্টি— কৃষ্ণ!

দেবকী ও বসুদেবকে কংস মুক্তি দিলেন। কিন্তু তিনি তাঁদের অষ্টম সন্তানের সন্ধান করেই চললেন। এ ব্যাপারে তিনি শয়তান পূতনাকে কাজে লাগালেন।
পূতনা! শ্রাবন মাসে যে সমস্ত শিশু জন্মেছে তাদের সকলকে মেরে ফেলো!

পূতনা পাপ কাজে লেগে গেল।
বুকে বিষ মিশিয়ে তারপর বাচ্চাদের খাওয়াতে হবে।

কী মিষ্টি ছেলে! একটু আদর করতে দাও না!
মিষ্টি কথায় মায়ের মন গলে গেলে তিনি তাঁর সন্তানকে পূতনার কোলে দিলেন।

কিছুক্ষণ পরে—
খোকা! আমার খোকার কী হলো? পূতনাই বা গেল কোথায়?

পূতনা একদিন গোকুলে গেল।
ছেলেটি কে? কবে জন্মেছে?
নন্দর ছেলে! ওর নাম কৃষ্ণ। শ্রাবণ মাসে ও জন্মেছে।

কৃষ্ণকে একা পেয়ে পুতনা —
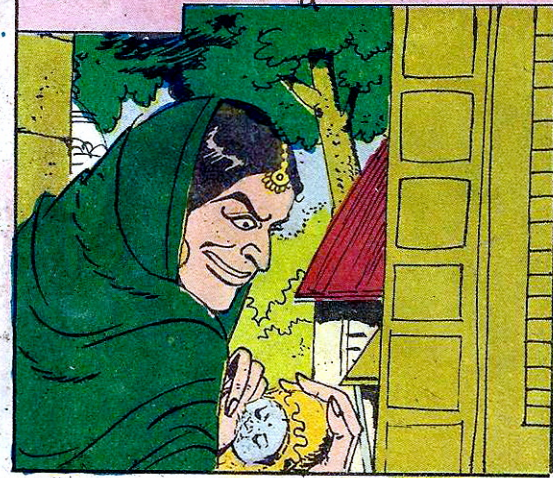
পরে—
কৃষ্ণ কোথায়? ওকে তো এখানে রেখে গিয়েছিলাম।
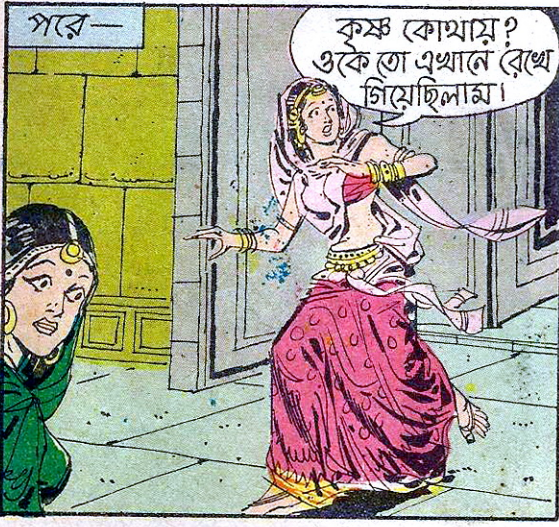
আহ! কৃষ্ণর কিছু হয়নি... কিন্তু এই নারী কে? সে এখানে শুয়ে কেন?
কৃষ্ণকে কোলে নিতে দেখেছিলাম ওকে।
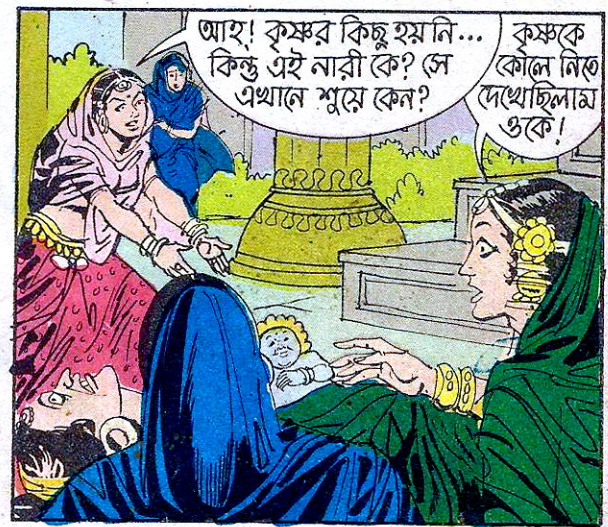
তাহলে ও নিশ্চয়ই শিশু-ঘাতিনী পূতনা। ওর হাতে মথুরার বহু শিশু মারা গিয়েছে।
ও দেখি মরে গেছে! আপদ চুকেছে!
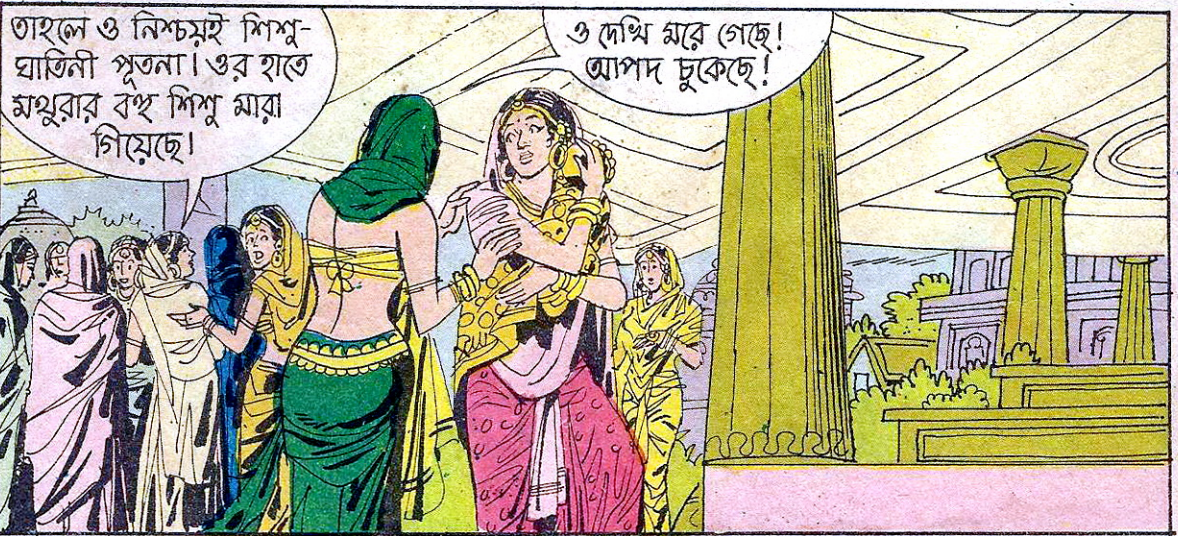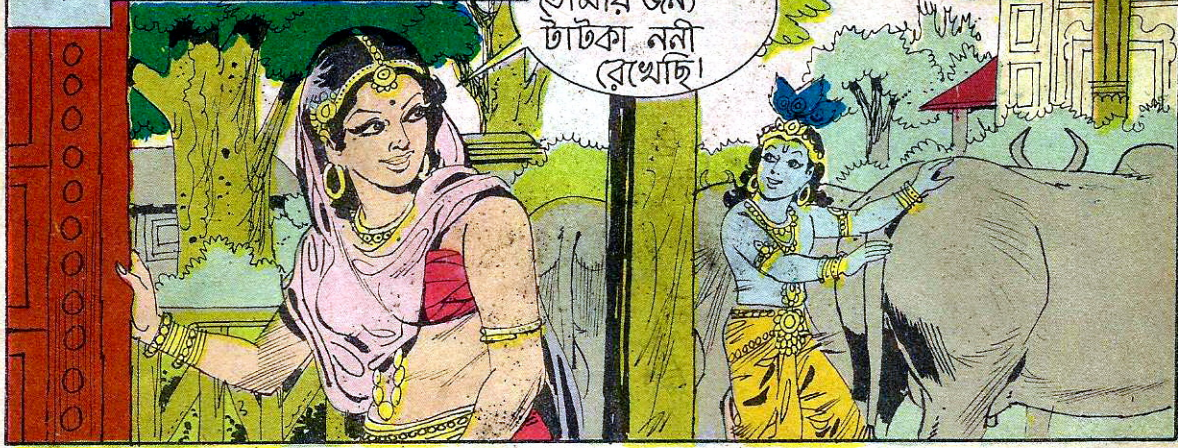
11: BENG.

* বলরাম দেবকীর সপ্তম সন্তান, সে রোহিনীর কাছে থাকতো

কৃষ্ণ খুব সন্তর্পনে পাশের বাড়িতে ঢুকলো…

…এবং সোজা মাখনের পাত্র তুলে নিল। সহসা—
দুষ্টু ছেলে! কী করছো?
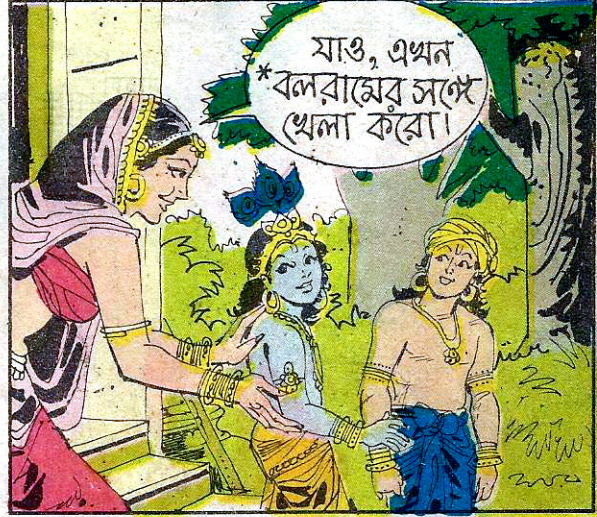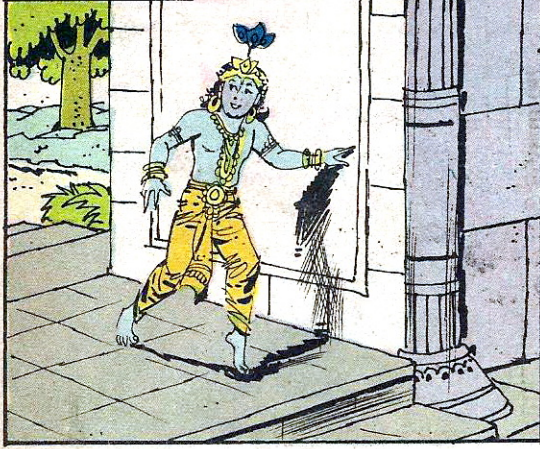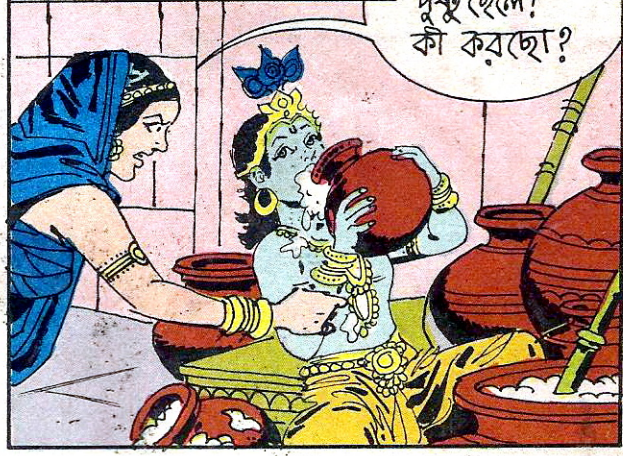
কৃষ্ণকে সে যশোদার কাছে ধরে আনলো।
কৃষ্ণ আমাদের সব মাখন খেয়ে ফেলেছে!
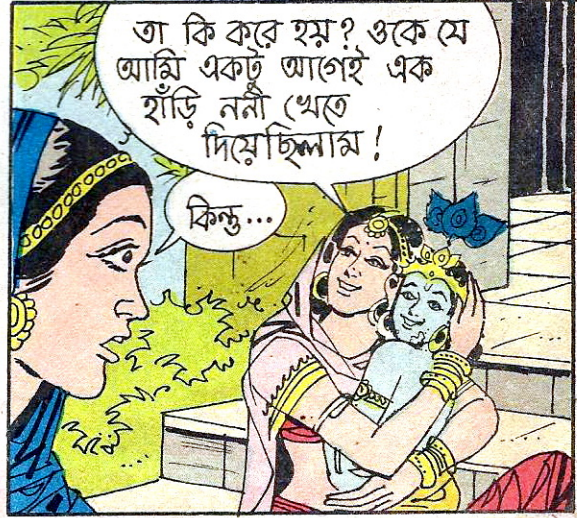
তা কি করে হয়? ওকে যে আমি একটু আগেই এক হাঁড়ি ননী খেতে দিয়েছিলাম!
কিন্তু…
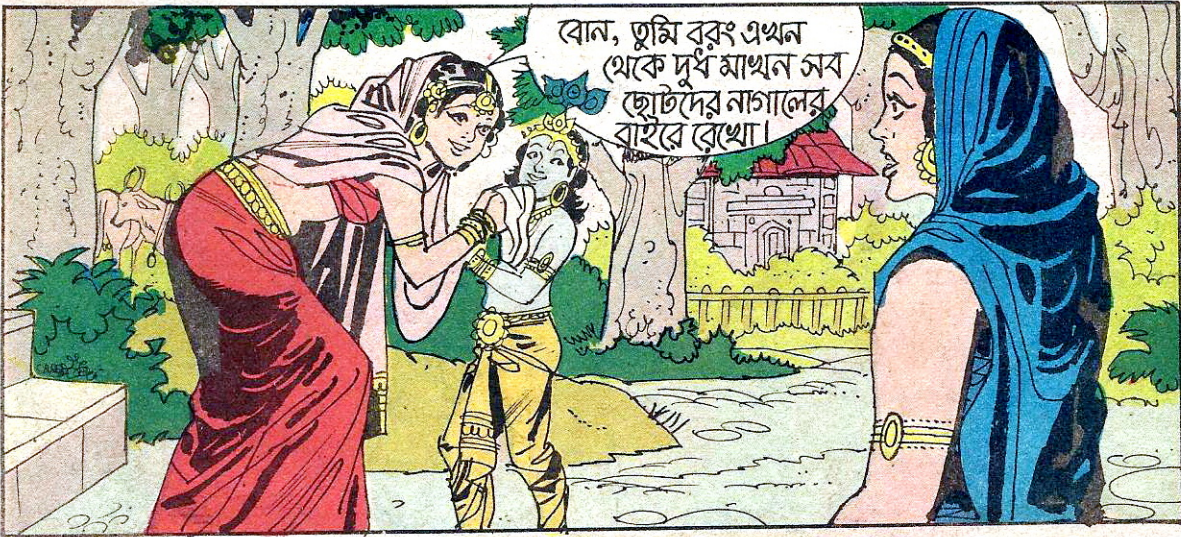
বোন, তুমি বরং এখন থেকে দুধ মাখন সব ছোটদের নাগালের বাইরে রেখো।

গোকুলের রমনীরা যশোদার পরামর্শ মতো চলতে লাগলেন। কিন্তু কৃষ্ণও বুদ্ধিতে কম যায়না।
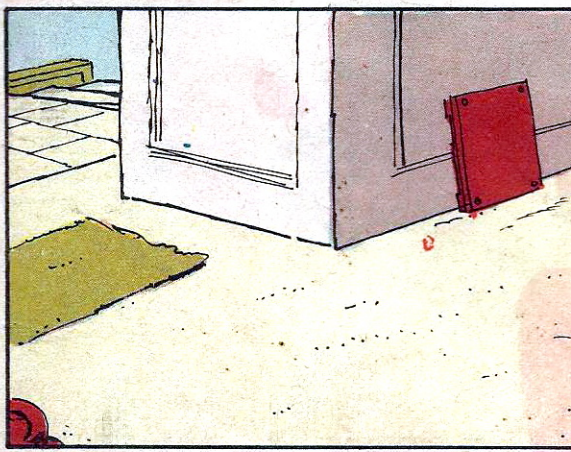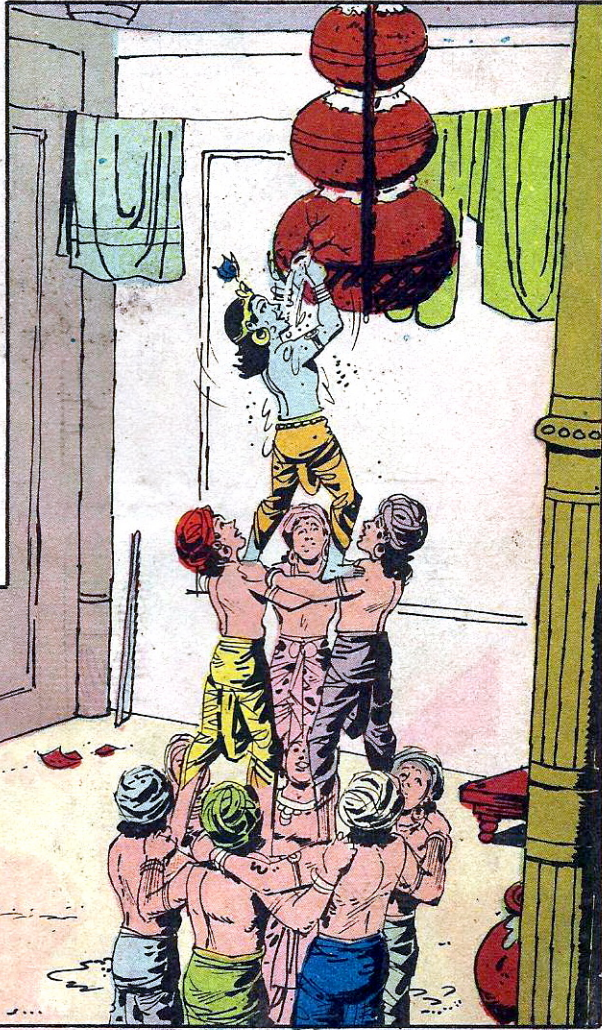
এখন উপায়?

দাঁড়াও, একটা বুদ্ধি এসেছে!

কী ব্যাপার, সারা মুখে মাখন লেগে আছে কেন?
গোয়ালা ছেলেরা দুষ্টুমি করে আমার গালে লাগিয়ে দিয়েছে।

দ্যাখো মা, আমি তো কতো ছোট, আর মাখনের হাঁড়ি থাকে কতো উঁচুতে! আমি হাত পাবো কি করে?

কৃষ্ণ, তুমি দিনে দিনে বড্ড দুষ্টু হয়ে উঠছো। এবার তোমাকে শাস্তি পেতে হবে!

যশোদা তাকে উদুখলের সঙ্গে বেঁধে রাখলেন।
বলরামের কাছে যেতে পারলে সে বাঁধন খুলে দেবে।
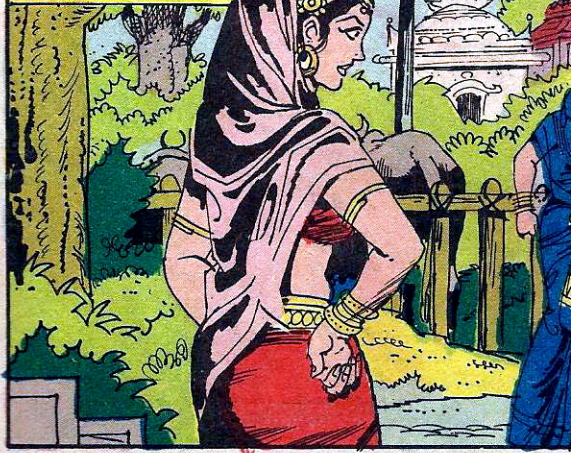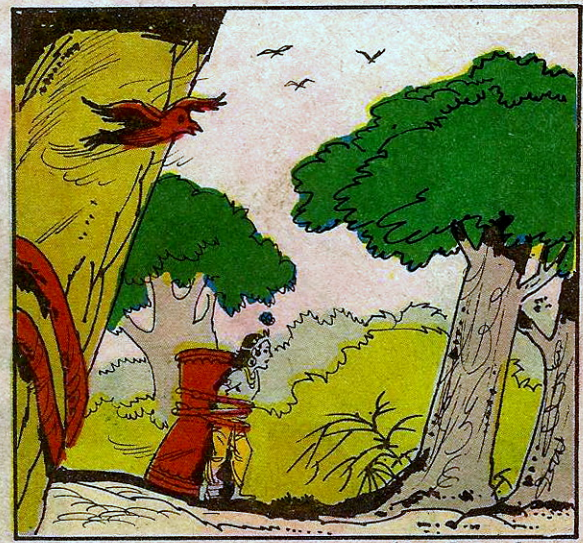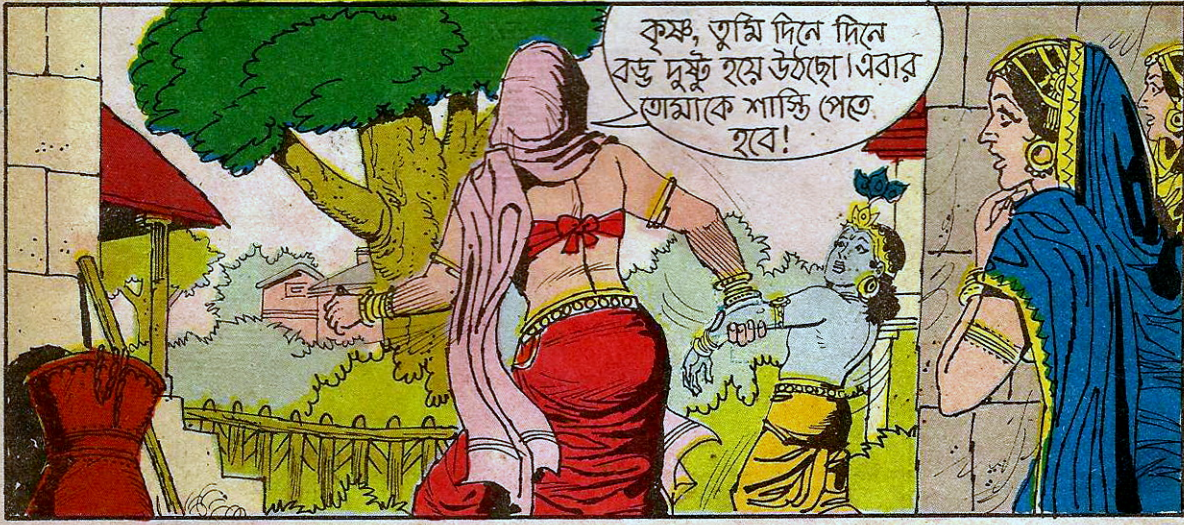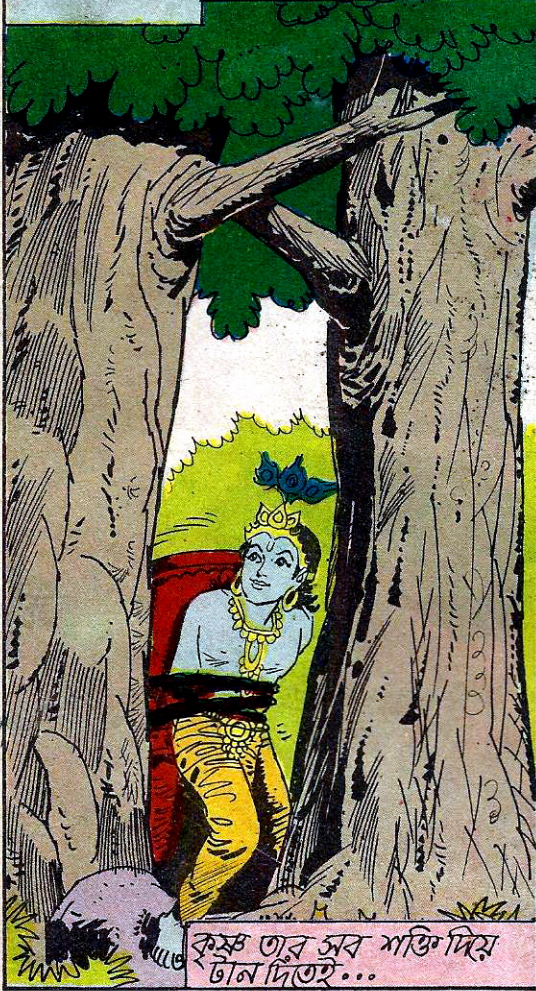
কিন্তু যাবার সময় দুটো গাছের ফাঁক দিয়ে টানতে গিয়ে উদুখলটা আটকে গেল।
কৃষ্ণ তার সব শক্তি দিয়ে টান দিতেই...

...মুহূর্তেই গাছ দুটো উপড়ে পড়ে গেল।
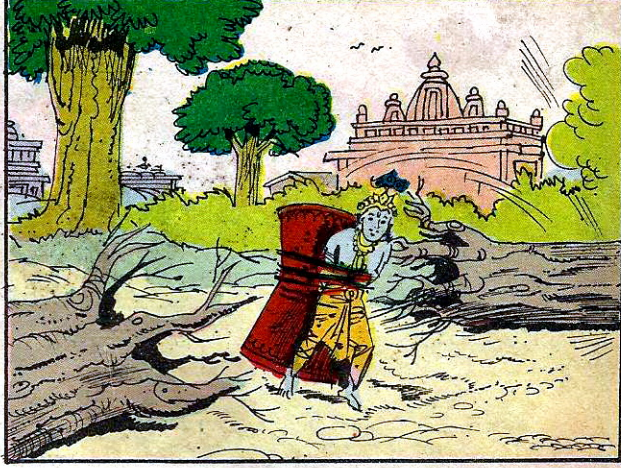
খবর পেয়েই সকলে সেখানে ছুটে এলো।
ছেলেটা দু'দুটো গাছ উপড়ে ফেলে দিল!!
কী আশ্চর্য ছেলে!
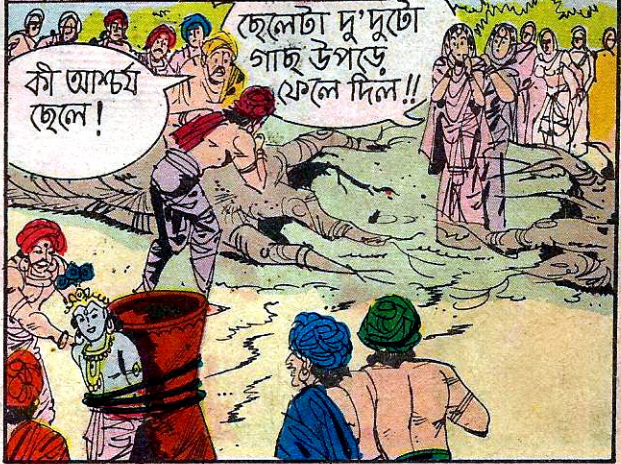
এই সমস্ত আশ্চর্য ঘটনায় শঙ্কিত হয়ে গোকুলের সকলে একদিন গোকুল ছেড়ে বৃন্দাবনের পথে রওনা হয়ে গেল।

বৃন্দাবনে—
মা, অন্য ছেলেদের মতো আমিও গরু চরাতে যাবো?
যাও, কিন্তু সব সময় বলরামের সঙ্গে থাকবে।

বিকেলে—
কৃষ্ণ, আমরা খুবই ক্লান্ত। আর গরু চরাতে পারছি না।
ঠিক আছে, আমিই তাদের চরিয়ে নিয়ে যাবো।

কৃষ্ণ বাঁশি বাজাতে লাগলেন।
কি মধুর ধ্বনি!
গরুগুলিকে দ্যাখো!

কৃষ্ণের বাঁশির আওয়াজ কানে যেতেই গোপিকারাও তাঁদের কাজ ভুলে যেতে লাগলেন।
এই মধুর বাঁশির ধ্বনি কানে এলেই আমি যেন সব কিছু ভুলে যাই!

একদিন—
ঐ তো হস্তিন! কৃষ্ণ, পালাও!
না! দ্যাখো, ওকে কেমন ঠান্ডা করছি!

কৃষ্ণ, চলে এসো। হস্তিন খুবই সাংঘাতিক! ও তোমার ক্ষতি করবে।

কৃষ্ণ কাছে যেতেই ষাঁড়টি ক্ষেপে গিয়ে তাঁকে তাড়া করলো।

কিন্তু কৃষ্ণ ততক্ষনে তার পিঠে চড়ে বসেছে।
হস্তিন, শান্ত হও। আমি তোমার বন্ধু!

কৃষ্ণ পাগলা ষাঁড়কে নিমেষেই শান্ত করলেন।

কৃষ্ণ একদিন তাঁর এক বন্ধুকে কাঁদতে দেখলেন।
কি হয়েছে? কাঁদছো কেন?
আমার গরুগুলি মারা গেছে। তারা কালীয়র জলাশয়ে জল খেতে গিয়েছিল।

কালীয় এখানে থাকলে তো গরুরা নিরাপদ হবে না।

যমুনায় কালীয় নামে এক ভয়ঙ্কর সাপ সপরিবারে বাস করতো। কৃষ্ণ স্থির করলেন, তার মোকাবিলা করবেন।
কোথায় চললে কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ, ফিরে এসো!

কৃষ্ণ, থামো!

কৃষ্ণ, কি করছো?

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! ফিরে এসো! কালীয় তোমাকে মেরে ফেলবে!

কিন্তু কৃষ্ণ কথা শুনলেন না।
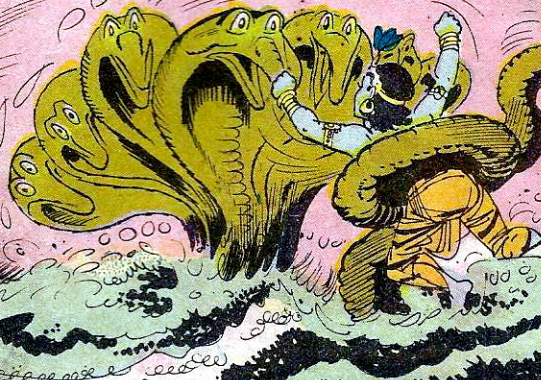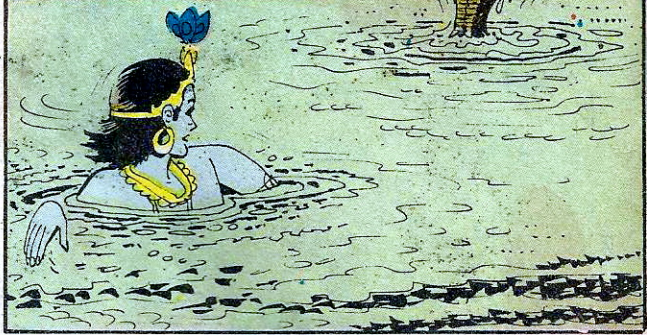
কৃষ্ণকে আর দেখা যাচ্ছে না। দৌড়ে গিয়ে খবরটা নন্দকে দাও!

খবরটা ছড়িয়ে পড়তেই লোকজন নদী তীরে ছুটে এলো...

...সকলে দেখলো কৃষ্ণ কালীয়র বিশাল ফণার উপর দাঁড়িয়ে নাচছে।
কী সাংঘাতিক ছেলে!
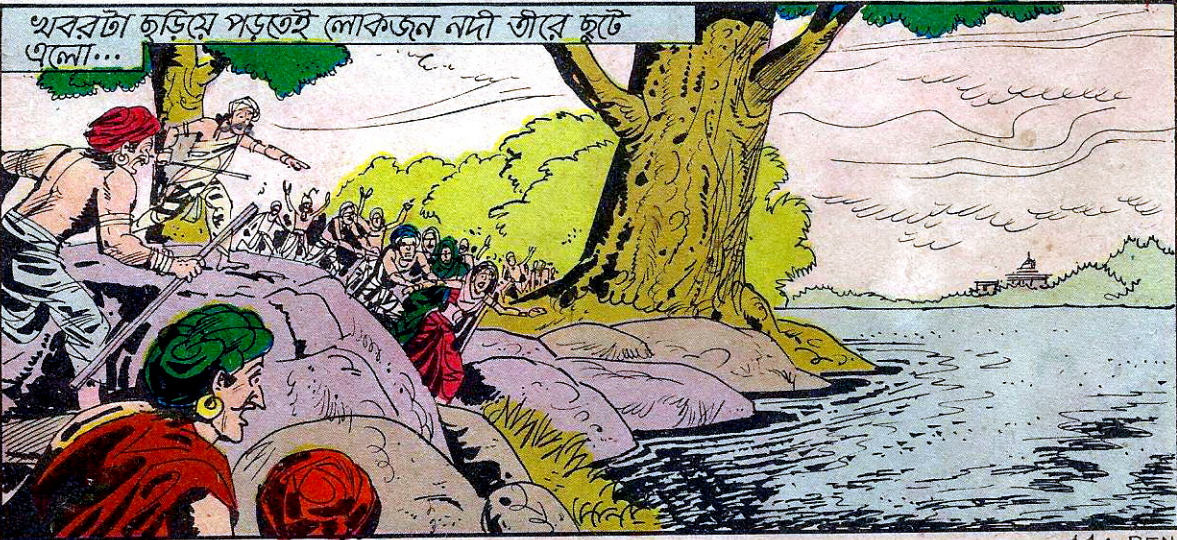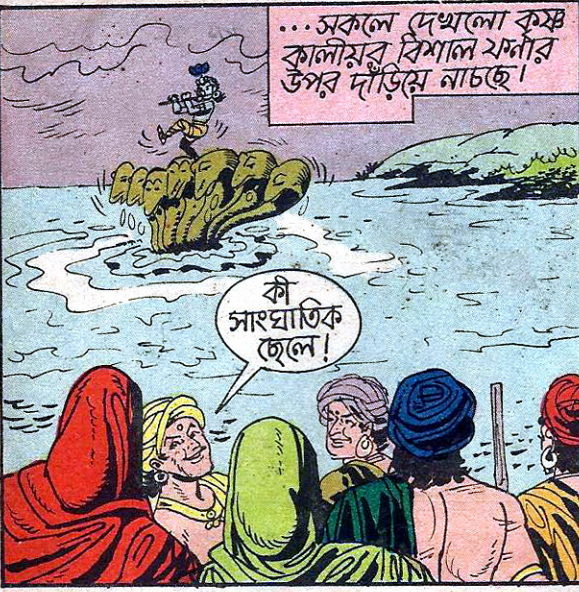
কৃষ্ণের আদেশে শেষপর্যন্ত কালীয়কে নদী ছেড়ে সপরিবারে অন্যত্র চলে যেতে হলো। শান্তি ফিরে এলো বৃন্দাবনে।
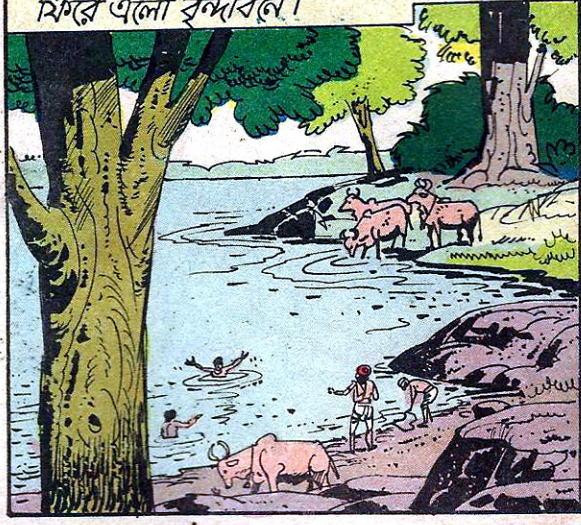
বৃন্দাবনের সকলে একদিন যখন ইন্দ্রের আরাধনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন—
ইন্দ্রকে ভয় করি বলেই না আমরা ইন্দ্র পুজো করি? বরং আমাদের কর্তব্য হওয়া উচিত আমাদেরই প্রিয় গিরি গোবর্ধনের পুজো করা!
কৃষ্ণ ঠিকই বলেছে।

কিন্তু গিরি গোবর্ধনের পুজো চলাকালীন সময়ে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে বজ্র বিদ্যুৎ সহযোগে
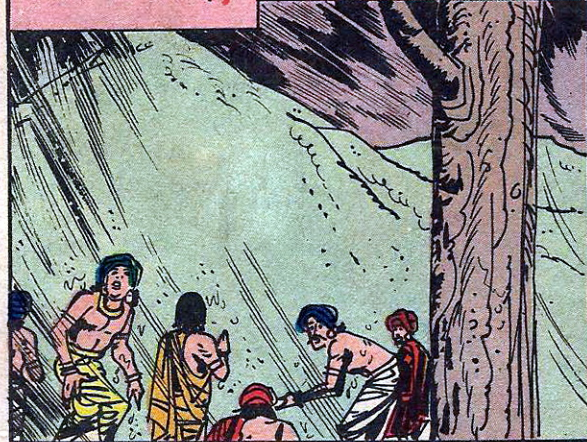
...প্রচন্ড বৃষ্টি নামলো।
ইন্দ্র অসন্তুষ্ট হয়েছেন। গোবর্ধনের পুজো করা আমাদের অনুচিত হয়েছে।

গিরি গোবর্ধন জেগে উঠেছে!

দ্যাখো, কেমন মাথা তুলছে!

সকলে এখানে এসে আশ্রয় নিন! এখানে বৃষ্টি পড়ছে না!

অলৌকিক ব্যাপার! কৃষ্ণ তাঁর কড়ে আঙুলে বিশাল গিরি গোবর্ধনকে তুলে ধরেছেন!
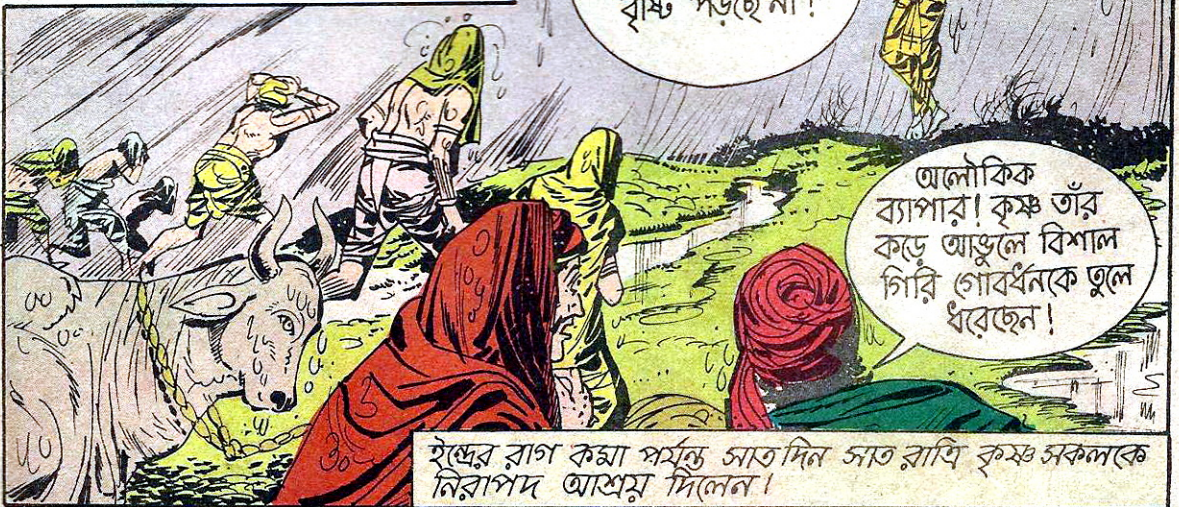
ইন্দ্রের রাগ কমা পর্যন্ত সাত দিন সাত রাত্রি কৃষ্ণ সকলকে নিরাপদ আশ্রয় দিলেন।

কৃষ্ণের এই আশ্চর্য সংবাদ যখন মথুরায় পৌঁছলো—
প্রদ্যোৎ! এ কথা কি সত্যি, কৃষ্ণ তার কড়ে আঙুলে ঐ বিশাল গোবর্ধন ধারন করেছিল?
সকলে তো সে কথাই বলছে!

মূর্খের দল! তোমরা ওকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছো কোন বুদ্ধিতে? ওকে খতম করতে তো আমি অনেক আগেই আদেশ দিয়েছিলাম?

প্রভু, বহু চেষ্টা করেছি আমরা। পাগলা ষাঁড় আরিষ্ট এবং বুনো ঘোড়া কেশীকে খেপিয়ে কোনও ফল হয় নি।

কংস কিছুক্ষনের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তারপর—
ঠিক আছে... এখুনি ঘোষনা করো, পক্ষকালের মধ্যে আমি ধনুর্যজ্ঞ করবো...

...এবং... কৃষ্ণ সহ সকলকে আমন্ত্রন জানাও! এখানে সে যাতে প্রান নিয়ে আর ফিরতে না পারে, সে দায়িত্ব তোমার।

প্রদ্যোৎ চলে গেলে, চানুরাকে ডেকে পাঠালেন কংস।
চানুরা! প্রদ্যোৎ যদি কৃষ্ণকে হত্যা করতে না পারে, তাহলে তুমি তাকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করবে এবং তাকে কোনক্রমেই জীবিত ফিরতে দেবে না!

কংস মাহুত-সর্দারকেও ডেকে পাঠালেন!
যজ্ঞ গৃহের বাইরে তুমি প্রস্তুত থাকবে। কৃষ্ণ যখন ঢুকতে যাবে সেই সময় হাতির পায়ের নিচে তাকে পিষে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করবে।

বিচক্ষণ অক্রূরকেও তিনি খবর পাঠালেন আসতে।
আমি পৃথিবীর সকলের কাছে কৃষ্ণকে পরিচিত করাতে চাই। তাকে ধনুর্যজ্ঞে আসতে আমন্ত্রণ জানাবার দায়িত্ব আপনার রইলো!
অক্রূর রওনা হলেন।

বৃন্দাবনে—
কৃষ্ণকে মথুরায় যেতে অনুমতি দিন।
আমাকে মার্জনা করবেন, কংসকে বিশ্বাস করা যায় না। আমার ছেলে যাবে না।

নন্দর সম্মতি না পাওয়ায় অক্রূর তখন বাধ্য হয়ে কৃষ্ণের সত্য পরিচয় তাঁর কাছে জ্ঞাপন করলেন।
নন্দ! জানবে, কুমার বসুদেবের পুত্র কিন্তু কৃষ্ণ!
আমি বিশ্বাস করি না!

পর দিন সকালে বলরামকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ মথুরার পথে রওনা হলেন।

সাবধানে থেকো তোমরা।

তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।

মথুরার কাছাকাছি আসতেই বাকি পথটা পায়ে হেঁটে যাবেন বলে কৃষ্ণ ঠিক করলেন। সহসা—
উঠুন! অমন করে পায়ের উপর পড়ছেন কেন?

ত্রিবক্রাকে দ্যাখো! হঠাৎ ওর কুঁজ কেমন মিলিয়ে গেল!
অলৌকিক কান্ড! উনি নিশ্চয়ই আমাদের পরিত্রাতা!

সংবাদটি ছড়িয়ে পড়তেই দলে দলে মানুষজন কৃষ্ণ-বলরামের পিছু পিছু যজ্ঞগৃহ পর্যন্ত এগিয়ে এলেন।
আমার নাম কৃষ্ণ। ধনুকটি পরীক্ষা করে দেখতে পারি?
অবশ্যই! ভিতরে আসুন।
সামনেই ছিলেন প্রদ্যোৎ।

তাহলে এই ছেলেটিকেই আমাকে হত্যা করতে হবে।

এই সেই ধনুক? কিন্তু দেখে খুব ভারী বলে তো মনে হচ্ছে না!

কিন্তু প্রচন্ড ভারী! মল্লবীর চানুরা পর্যন্ত এ ধনুক তুলতে পারে নি!
তবুও বিশ্বেস হচ্ছে না যে এটা এতো ভারী।

কৃষ্ণ ধনুকটি তুললেন এবং...

...ভেঙে ফেললেন।

উৎফুল্ল জনতা ইতোমধ্যে যজ্ঞ-গৃহে ঢুকে পড়ে।
কৃষ্ণের জয় হোক! কৃষ্ণ আমাদের পরিত্রাতা!

প্রদ্যোৎ কংসকে সংবাদটি নিবেদন করতে গেলে —
কৃষ্ণ ধনুকটি ভাঙলো, আর তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে?

ওকে হত্যা করার আদেশ তোমাকে দিয়েছিলাম কিনা?
আজ্ঞে, মহারাজ! কিন্তু ওর পিছু পিছু এক বিরাট জনতা সব সময় ছিল!

পরদিন সকালে কৃষ্ণ যখন যজ্ঞ-গৃহের তোরণে উপস্থিত হলো—
কৃষ্ণ, সাবধান! পিছনেই হাতি...

হাতিটা কৃষ্ণকে শুঁড় করে তুলে নিল।
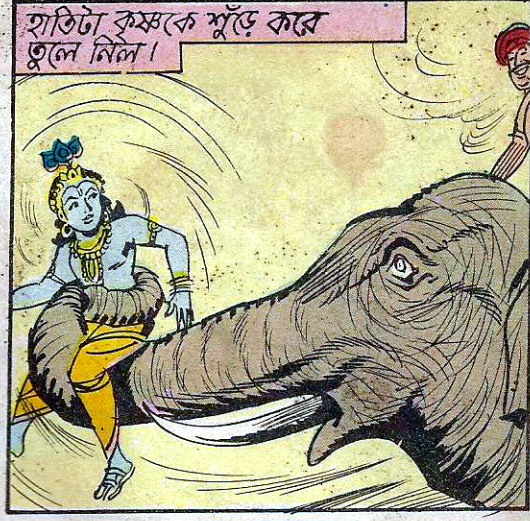
কিন্তু কৃষ্ণ মুহূর্তের মধ্যে তার বাঁধন ছাড়িয়ে, হাতির শুঁড় ধরে তাকে শূন্যে এমনই...
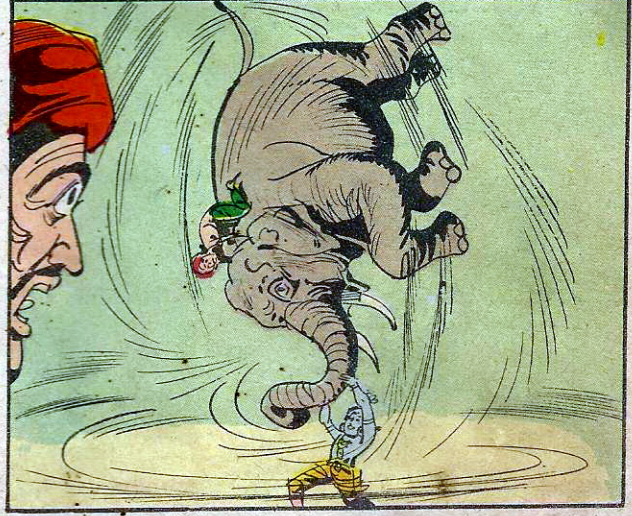
...ছুঁড়ে ফেললেন যে, তীব্র আঘাতে হাতির...
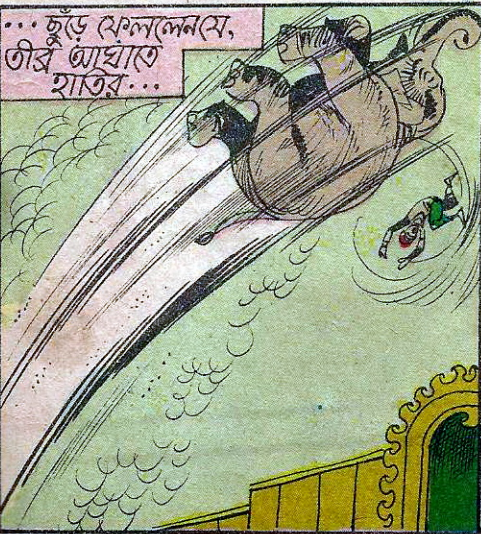
...মৃত্যু ঘটলো!
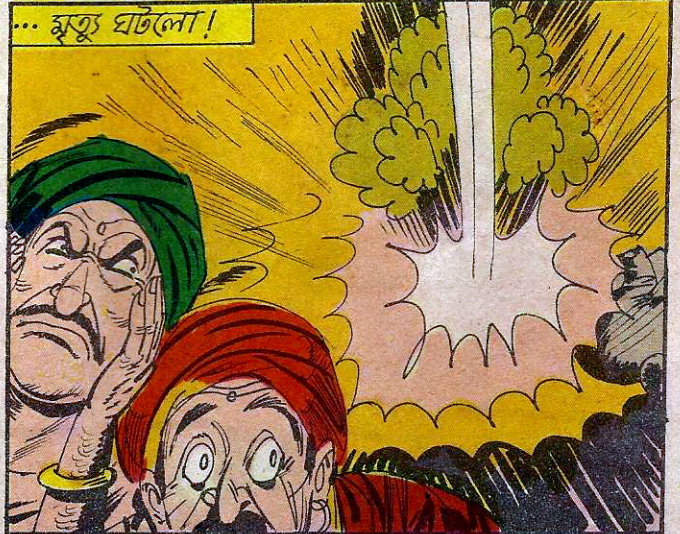
কৃষ্ণ তারপর বলরামকে সঙ্গে নিয়ে মল্লযুদ্ধের আঙিনায় উপস্থিত হলেন।
কৃষ্ণ, কংস তোমার নানা বীরত্বের কাহিনী শুনেছেন। তিনি তোমাকে আমার সঙ্গে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করছেন...
খুব ভালো কথা, চানুরা! আমি প্রস্তুত।
মুষ্টিক প্রথমে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে লড়বে!
বলরাম ও মুষ্টিকের লড়াই শুরু হলো।
কংসের এটা খুবই অন্যায়। মুষ্টিকের তুলনায় বলরাম কত ছোট। বেচারা মরে যাবে!
বলরাম সবাইকে অবাক করলেন—
দ্যাখো! মুষ্টিকের কি দুর্দশা!
বলরামের হাতে মুষ্টিক নিহত হলো।
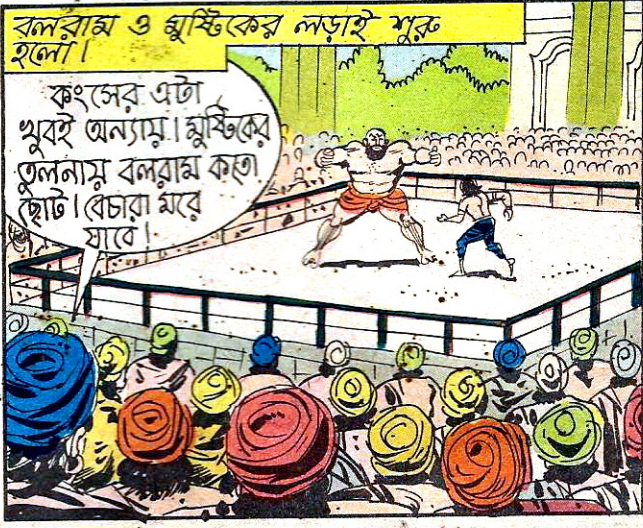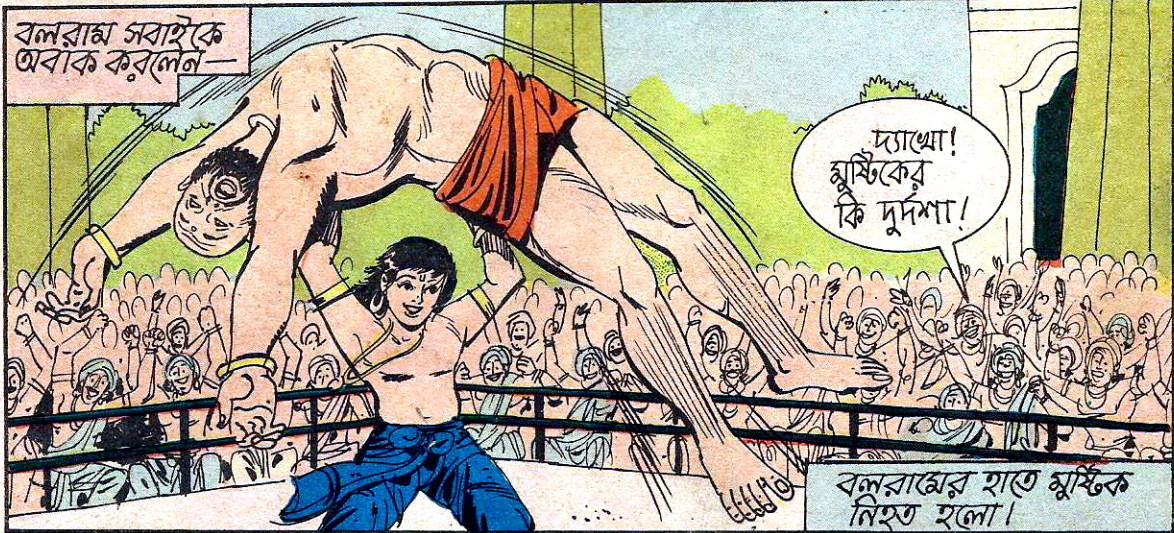
এবার চানুরা এগিয়ে এলো।
কৃষ্ণ, তুমি প্রস্তুত তো?
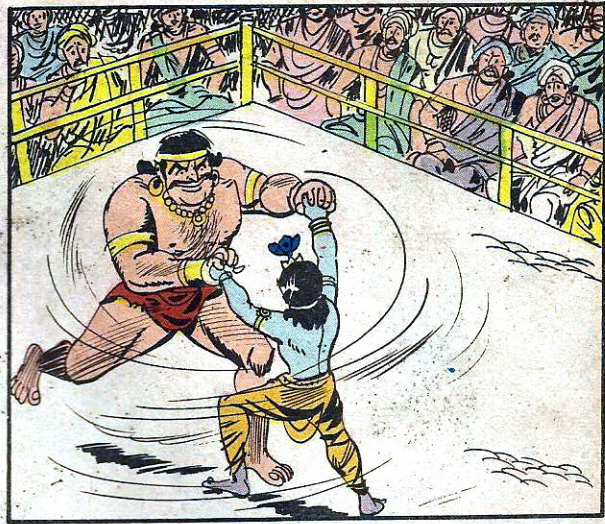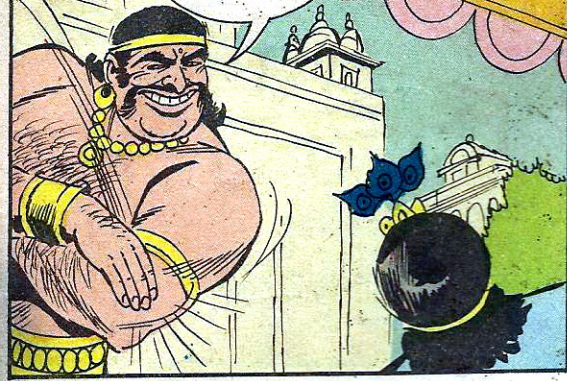
চানুরা কৃষ্ণকে তার দুই হাতে পিষে ফেলতে চেষ্টা করলো, কিন্তু কৃষ্ণ সহজেই নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন।
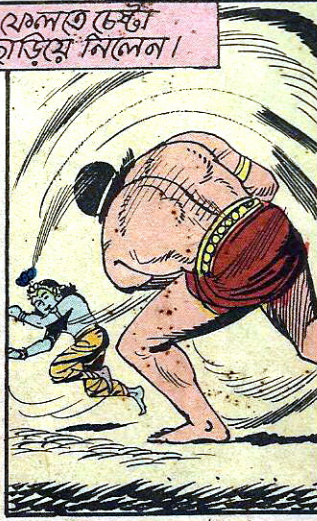
চানুরা হতাশ হয়ে এবার রীতিমতো খেপে উঠলো।
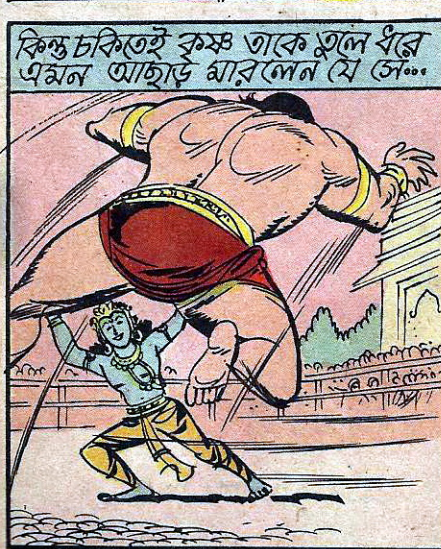
কিন্তু চকিতেই কৃষ্ণ তাকে তুলে ধরে এমন আছাড় মারলেন যে সে...

...মুখ থুবড়ে সজোরে মাটিতে পড়লো।
চানুরা খতম!
জয়, কৃষ্ণের জয়!
থপাস্
দুম্!

কংসের সেনাদল তারপর যাদব প্রধানদের আক্রমন করতে উদ্যত হতেই...
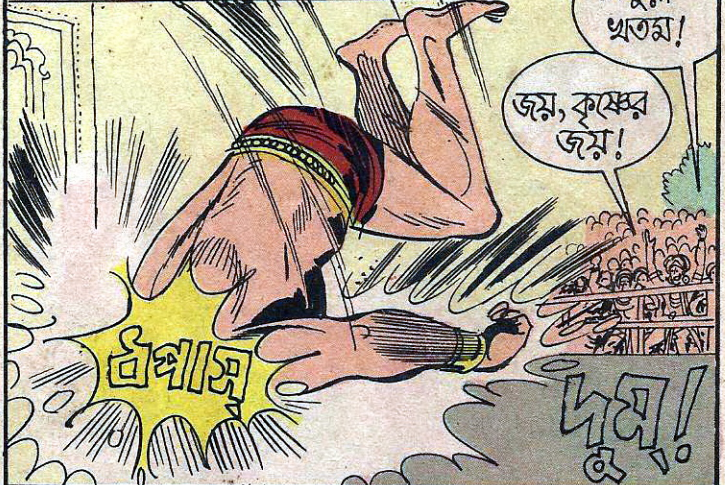
...কৃষ্ণ কংসের দিকে ছুটে গেলেন এবং...
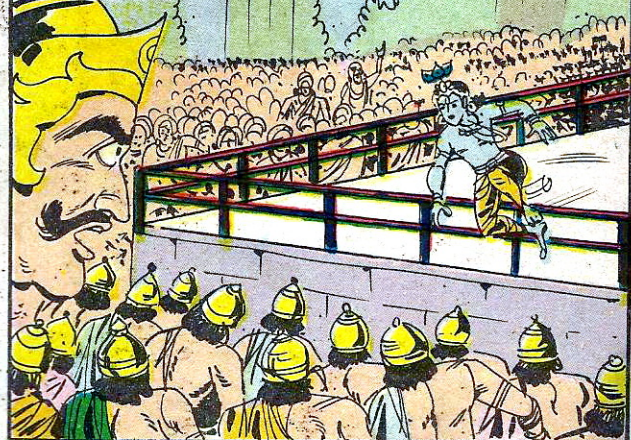
...তরবারি কেড়ে নিলেন...
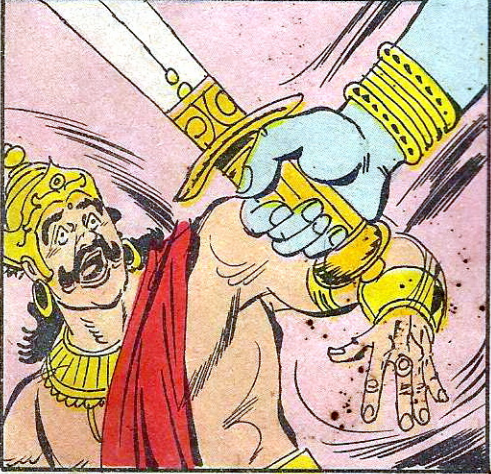
...তারপর মাটিতে ফেলে তাঁকে বধ করলেন।
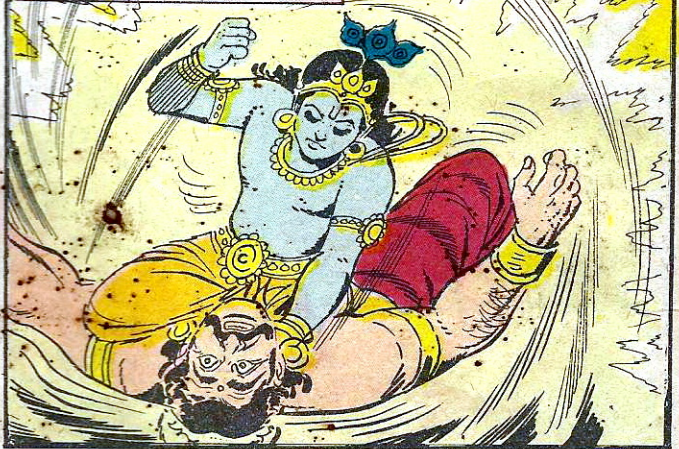
সকলে অবাক বিস্ময়ে কৃষ্ণের বীরত্ব প্রত্যক্ষ করলেন। কংসের মাথা থেকে মুকুট খুলে নিলেন কৃষ্ণ...
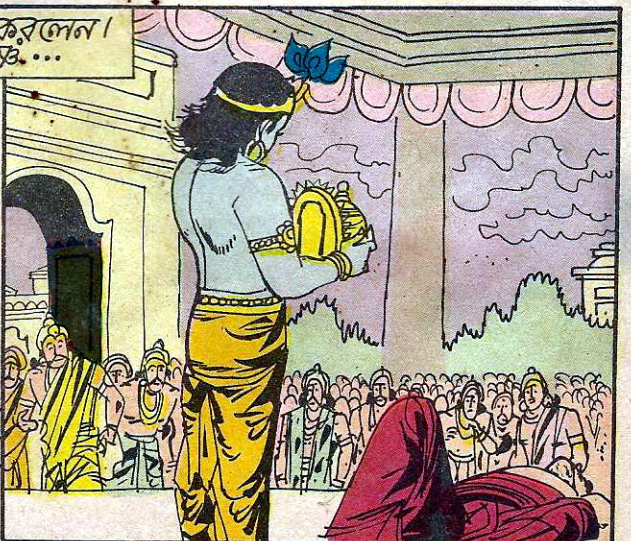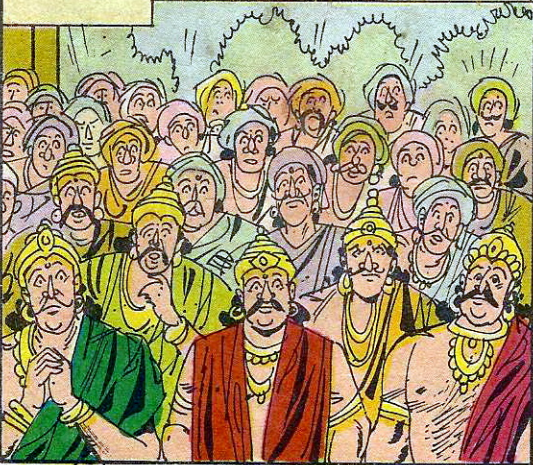
...এবং সেটি নিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে চললেন।
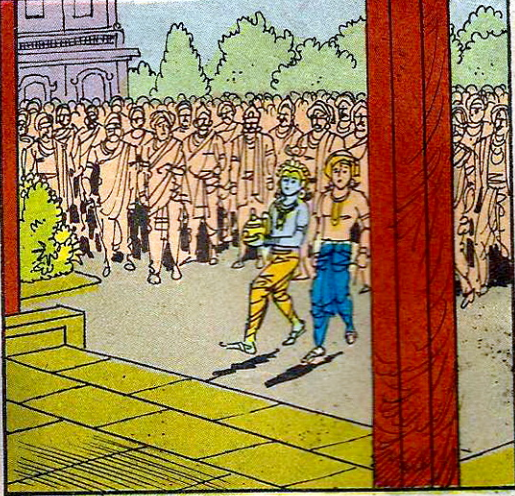
প্রহরীদের সামনে দিয়েই সোজা গিয়ে...
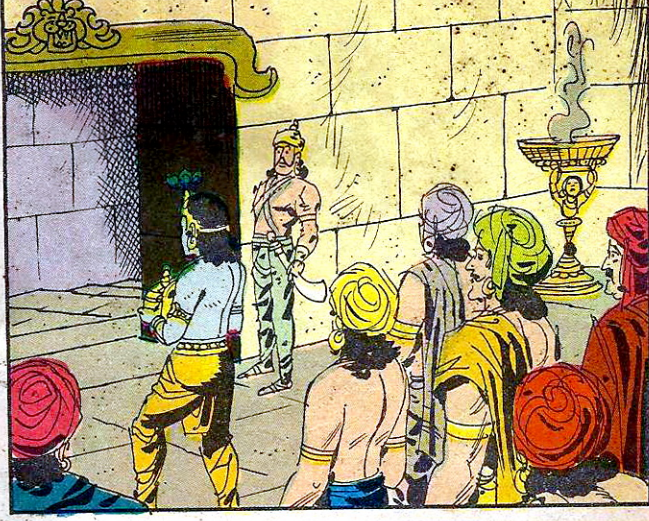
...উপস্থিত হলেন কংসের পিতা, উগ্রসেনের কাছে।
প্রভু!
কৃষ্ণ!
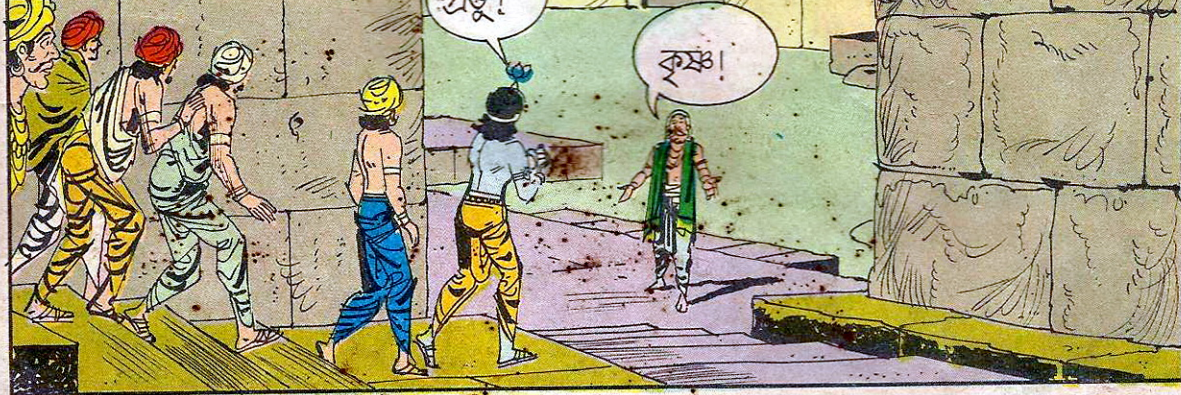
প্রভু! যে মুকুটে আপনার অধিকার সেই মুকুটই আপনার জন্যে এনেছি।
সারা জীবন ধরে কৃষ্ণ দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করেছেন। তাঁর মহান সব কীর্তি কাহিনীর কথা আজও তাই সকলে স্মরণ করেন।
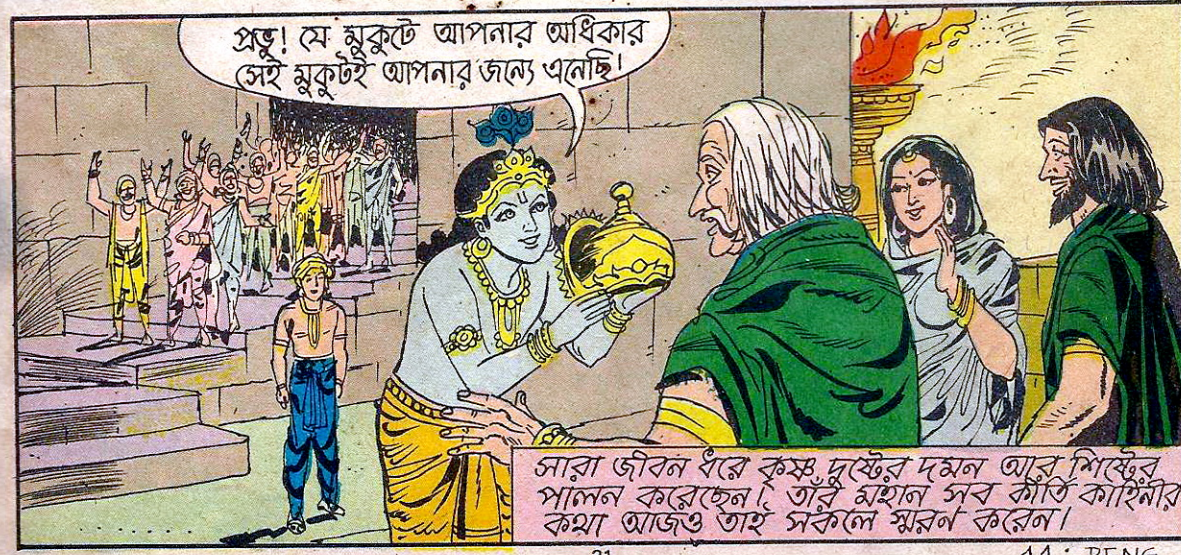
তোমাদের মনের মতো রঙীন বই
অমর চিত্রকথা

• পুরাণ

লবকুশ
মহীরাবণ
পরশুরাম
নলদময়ন্তী
মীরাবাঈ
ভীষ্ম
গীতা
লঙ্কার রাজা রাবণ
ভীম ও হনুমান
ইন্দ্র ও শিবি
গান্ধারী
সাবিত্রী
কর্ণ
হরিশ্চন্দ্র
বালী
কুম্ভকর্ণ
দুর্গা
ঘটোৎকচ
আরুণি ও উতঙ্ক
মহাভারত
সূর্য
গঙ্গা
নচিকেতা
ধ্রুবঅষ্টবক্র
গণেশ
রামায়ণ
প্রহ্লাদ
কৃষ্ণের গল্প

• জীবনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সূরদাস
জয়দেব
কবীর
তানসেন
রামশাস্ত্রী
জয়প্রকাশ
বাবাসাহেব আম্বেদকার
লোকমান্য তিলক
বুদ্ধ
বিদ্যাসাগর
মহাকবি কালিদাস
বাঘাযতীন
সুভাষচন্দ্র বোস
বিবেকানন্দ

• ইতিহাস

বিক্রমাদিত্য
রসিক বীরবল
অশোক
বাঁশির রাণী
টিপু সুলতান
শিবাজী
বালাদিত্য ও যশোধর্মণ
জাহাঙ্গীর
শিবাজী
রাণাপ্রতাপ
চাণক্য
বুদ্ধিমান বীরবল
তানাজী

• কিংবদন্তী

শকুন্তলা
কপালকুণ্ডলা
রাজসিংহ
কাদম্বরী
স্বর্গীয় কণ্ঠহার
অঙ্গুলিমাল
বাঘ ও কাঠঠোক্‌রা
ধাত্রীপান্না ও হাদিরাণী
আম্রপালী ও উপগুপ্ত
শ্রীদত্ত
চন্দ্রললাট
রত্নাবলী
পঞ্চতন্ত্র
আনন্দমঠ
দেবীচৌধুরানী
সাতরঙা রাজপুত্র
হিতোপদেশ
জাতকের গল্প

প্রতিখণ্ড 4.00 টাকা মাত্র

প্রকাশিতব্য:

শিবের গল্প
ভানুমতী পদ্মিনী

Malay